তারিখ: ২৪/০৫/২০২১ইং

বরাবর,
চেয়ারম্যান
দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)
প্রধান কার্যালয়, ১ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।

সিনিয়র সচিব
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।

মহাপরিচালক
প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর (ডিজিএফআই)
সদর দপ্তর, ৩২ সেনানিবাস, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা।

বিষয়: ফরিদপুর জেলার আলফাডাঙ্গা থানাধীন ৬নং পাঁচুড়িয়ার ইউপি চেয়ারম্যানের দুর্নীতি, সন্ত্রাস, জালিয়াতি ও মাদক ব্যবসাসহ সীমাহীন অনিয়মের বিরুদ্ধে অভিযোগ আবেদন।

সূত্র: *পুলিশ প্রধানের কাছে অভিযোগপত্র বিগত ০৯/০৫/২১ইং, ডিসি, শিক্ষা অধিদপ্তর ১৫/০৩/২১ইং, শিক্ষা সচিব বরাবর অভিযোগ ২৩/০৩/২১ইং ও জাগো নিউজে প্রকাশিত সংবাদ ২৫/০৩/২১ইং।*

জনাব,
যথাযথ সম্মান প্রদর্শনপূর্বক বিনীত নিবেদন এই যে, আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী মো. রফিকুল ইসলাম, পিতা- মৃত: মোসলেম উদ্দিন, স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম ও পো: চরনারানদিয়া, থানা: আলফাডাঙ্গা, জেলা: ফরিদপুর অভিযোগে জানাইতেছি যে, বিবাদী এম. এম. মিজানুর রহমান, পিতা- মৃত: আবদুস শুকুর সরদার, স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম ও পো: চরনারানদিয়া, থানা: আলফাডাঙ্গা, জেলা: ফরিদপুর। বিবাদী তার নিজস্ব স্থানীয় এলাকায় বর্ণনাতীত জালিয়াতি, অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে এলাকার নামকরা হাইস্কুলটি ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গেছেন। তিনি বিএনপি পরিবারের সন্তান হয়েও ২০১৬ সালে তথ্য গোপনপূর্বক মোটা অংকের অবৈধ উৎকোচের মাধ্যমে নৌকার কান্ডারী সেজে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন নিয়ে ইউপি চেয়ারম্যান হন। নির্বাচনে জিততে তিনি ব্যাপক কালো টাকা ছিটান। দুর্নীতির টাকা দিয়ে তিনি আওয়ামীলীগের বিভিন্ন পদ কিনে ত্রাস সৃষ্টিপূর্বক এলাকার স্বাভাবিক পরিবেশ নষ্ট করছেন।

নির্বাচনী খরচ তুলতে এলাকার রোড-ঘাট, ব্রীজ-কালভার্ট, সেবার দুর্নীতি, রিলিফের ঘর, শিশু কার্ড, বয়স্ক ও বিধবা ভাতা, রেশন কার্ড, রাস্তার সংস্কার, গর্ভবতী ভাতা দুর্নীতি, হাট-বাজারের অস্থায়ী ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করছেন। নিজস্ব ব্যক্তি ব্যতিত সাধারণত অন্য কাউকে তিনি সরকারি সহযোগিতা দেন না। মধুমতি নদীর গর্ভে যে রাস্তা প্রায় এক যুগ আগে বিলীন হয়ে গেছে, সেই রাস্তা সংস্কারের নামে চেয়ারম্যান রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে ২,৬৭,৫৭০/- টাকা আত্মসাৎ করেছেন। এছাড়াও পার্শ্ববর্তী মাগুরা জেলার মহম্মদপুর থানাধীন পলাশবাড়ীয়া ইউনিয়নের মৌজায় গিয়ে রাতের আঁধারে অবৈধভাবে ব্যক্তিমালিকানাধীন জমিতে জোরপূর্বক রাস্তা কেটেছেন।

দাগী গুন্ডা, সন্ত্রাসী ও ডাকাত বাহিনী পালনের মাধ্যমে চেয়ারম্যান নিজ এলাকায় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করছেন এবং তাদেরকে সাথে নিয়ে চলাফেরা করেন। স্থানীয় গুন্ডা বাহিনীই তার বড় হাতিয়ার। এসব সন্ত্রাসীদের ভয়ে এলাকায় কেউ মুখ খুলতে সাহস পায় না। তাদের কর্মকান্ডে জনমনে ভীতির সঞ্চার হচ্ছে। মিজানুর রহমান পালিত বাহিনী দিয়ে ইয়াবাসহ বিভিন্ন রকমের মাদক ব্যবসা করিয়ে নতুন প্রজন্মের শিশু-কিশোরদের ধ্বংস করছেন। গোষ্ঠীয় শক্তির জোরে চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান মানবতাকে কষ্ট দিয়ে এলাকা থেকে নানাভাবে অবৈধ পন্থায় টাকা-পয়সা হাতিয়ে নিচ্ছেন। কেউ চেয়ারম্যানের সামান্য সমালোচনা করলেই তাকে মামলা ও হত্যার হুমকি দেয়া হয়। তার জুলুম-অত্যাচার থেকে বাঁচতে এলাকাবাসী আমাকে সরকারের কাছে অভিযোগ করতে অনুরোধ করায় আমি তাদের পক্ষে আবেদনটি করার জন্য সম্মত হই। এমতাবস্থায় আপনাদের যার যার দপ্তর থেকে তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিনীত অনুরোধ করছি।

অতএব আবেদন, বিষয় ও সূত্রে বর্ণিত অবস্থার আলোকে উল্লেখিত ফরিদপুর জেলার আলফাডাঙ্গা থানাধীন ৬নং পাঁচুড়িয়ার ইউপি চেয়ারম্যানের দুর্নীতি, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজী ও মাদক ব্যবসাসহ সীমাহীন অনিয়মের অভিযোগ আমলে নিয়ে তদন্তপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আপনাদের স্ব-স্ব দপ্তরের একান্ত সু-মর্জি কামনা করছি।

বিনীত নিবেদক,
মো. রফিকুল ইসলাম
২৪/৫/২১ ইং
মো. রফিকুল ইসলাম
মোবাইল: ০১৮১৮-৩৬১১০৫